দর্শনায় বারোমাসি কদবেল চাষে সফলতা পেয়েছেন তরিকুল ইসলাম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা আনোয়ারপুর গ্রামে বারোমাসি জাতের কদবেল বাগান করে সফলতা পেয়েছেন উদ্যোক্তা তরিকুল ইসলাম এমনটাই দাবি করেছেন তিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি বলেন, “আমি এক জায়গায় ঘুরতে গিয়ে বারোমাসি কদবেল গাছের কিছু ডাল সংগ্রহ করে নিজ হাতে চারা তৈরি করে এই বাগান করেছি। আমার এই কদবেল বাগান ১ বিঘা জমির উপর গড়ে তোলা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “চারা রোপণের নিয়ম খুবই সহজ। অন্যান্য সাধারণ গাছের মতো পরিমাণমতো গর্ত খুঁড়ে চারা রোপণ করতে হয়। প্রতিটি চারা ১২/১২ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর জৈব সার দিতে হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হয়।”

প্রতি বিঘায় খরচ কেমন জানতে চাইলে তিনি বলেন, “জমি চাষ, চারা কেনা, সার কেনা ইত্যাদি মিলিয়ে ৪০-৫০ হাজার টাকা মতো খরচ হয়।”

গাছের রোগ দেখা দেয় কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কদবেল গাছে ছত্রাক ও জাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে ওষুধ দিলে এর সমাধান হয়ে যায়।”

গাছের পরিচর্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, “বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, পানির প্রয়োজন হলে সেচ দিতে হবে। একটু দেখাশোনা করলেই এখান থেকে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি। বারোমাসি কদবেল আমাদের দেশের আবহাওয়ার সাথেও মানিয়ে নিয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “আমার কদবেল বাগান নিয়ে অনেক স্বপ্ন রয়েছে এবং মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের মতো কৃষকদের সফলতার গল্প সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য।”

চুয়াডাঙ্গায় সার ডিলারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কৃষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষকদের উদ্যোগে বিতর্কিত সার ডিলার আকবর আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে এক মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর এবং উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী শতাধিক কৃষক অভিযোগ করেন, বিসিআইসির সার ডিলার আকবর আলী দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত সার সরবরাহে অনিয়ম, অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি এবং প্রকৃত কৃষকদের বাদ দিয়ে অযোগ্যদের মাঝে সার বিতরণসহ নানা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। ফলে কৃষকরা তাদের মৌসুমি চাষাবাদে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষক মো. সোহাগ হোসেন (৬০) জানান, “সরকার নির্ধারিত ১৩৫০ টাকার টিএসপি সার আমাদের ১৫০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। এছাড়াও সব ধরনের সার অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় সারের যোগানই থাকে না। এতে আমরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তেমনি ফসল উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটছে।”

বেগমপুর ইউনিয়নের কৃষক আরিফ (৩২) বলেন, “ডিলার আকবর আলীর অবস্থান থাকার কথা বেগমপুরে, কিন্তু তিনি অবস্থান করেন হিজলগাড়ি ইউনিয়নে। এতে কৃষকদের অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে সেখানে যেতে হয় এবং সার সংগ্রহ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।” এছাড়াও অনেকেই বলেন, “আমরা বছরের পর বছর খেটে জমিতে ফসল ফলাই। অথচ সময়মতো সার না পেলে সেই ফসল উৎপাদনই দুরূহ হয়ে পড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে কৃষিকাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবো।”

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা সরকারের কাছে আকবর আলীর বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান। তারা জানান, “আমরা প্রশাসনের প্রতি আস্থা রাখি। তবে যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলনের দিকে যেতে বাধ্য হবো।”

চুয়াডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির সৌজন্য সাক্ষাৎ

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতৃবৃন্দ। এ সময় তাঁকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান কমিটির সদস্যরা।

সোমবার সকাল ১০টায় জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ শরীফুজ্জামান শরীফের নির্দেশনায় সংগঠনকে আরোও সুসংগঠিত ও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘এই পরিবর্তনটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনামলে আইনজীবী ফোরামের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, সেসময় আমাদের ওপর চলেছে নানা নির্যাতন ও নিপীড়ন। ভয়ের আবহে আমাদের পথ চলতে হয়েছে। আমরা স্বৈরাচারবিরোধী লড়াই করে বহু চেষ্টা করেও কোনো সংগঠনকে সামনে এগিয়ে নিতে পারিনি।’

তিনি বলেন, ‘একটা সময় ছিল, যখন কেউ আইনজীবী ফোরামের সদস্য হতে চাইতো না। জোর করে সদস্য করা হতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। দেশে একটি সুষ্ঠু চর্চার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এই চর্চাকে অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে আমরা নতুন করে আবারও গণতান্ত্রিক ধারায় সামনে এগিয়ে যেতে পারি। নবগঠিত আইনজীবী ফোরামের এই কমিটির মাধ্যমে আমরা চাই সদস্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে সম্মেলন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হোক।’

তিনি আরও বলেন, ‘চুয়াডাঙ্গায় অতীতে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রতি জেলা বিএনপিতে অনীহা ছিল। কেউ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তবে বর্তমান সভাপতি ও আমরা যারা এখন জেলা বিএনপির

নেতৃত্বে রয়েছি, আমরা চাই সব সংগঠনকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করতে। আইনজীবী ফোরামের এই নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের বলবো, আপনারা আপনাদের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং একইসঙ্গে তাঁদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে আসুন।’ যেন তুলতে পারেন।’

শরীফুজ্জামান, নতুন কমিটির সদস্যদেরকে পূর্বের হতাশা ভুলে আগামী দিনের এই ফোরামকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী রূপে গড়ে তুলতে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সাক্ষাতে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আইনজীবী ফোরামের সাংগঠনিক কাঠামো ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জজ আদালতের সরকারি কৌশুলী (জিপি) অ্যাড. আব্দুল খালেক, জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাড. মারুফ সরোয়ার বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবি সমিতি সাধারণ সম্পাদক আহসান আলী, নবগঠিত আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক অ্যাড. আ.স.ম আব্দুর রউফ, সদস্য সচিব অ্যাড. মানজার আলী জোয়ার্দ্দার হেলাল, আইনজীবী ফোরামের নবগঠিত আহ্বায়ক কমিটির সদস্য অ্যাড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, অ্যাড. সিরাজুল ইসলাম, অ্যাড. মো. বদিউজ্জামান, অ্যাড. খন্দকার অহিদুল আলম মানি খন্দকার, অ্যাড. রুবিনা পারভীন প্রমূখ।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি গাঁজাসহ রুবিনা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত রুবিনা খাতুন দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুনপাড়া এলাকার আবু ছদ্দির মেয়ে।

গতকালই তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় শহীদ জিয়ার শাহাদাত বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতিসভা

আগামী ৩০ মে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র প্রতিষ্ঠাতা, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শাহদৎ বার্ষিকী। শাহাদাত বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে পালনের লক্ষে দর্শনায় বিএনপির প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকালে দর্শনা রেল ইয়ার্ড চত্তরে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির অন্যতম সমন্বয়ক, সাবেক সভাপতি হাজি খন্দকার শওকত আলী।

দর্শনা রেলবাজার দোকান মালিক সমিতির সাবেক সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা মাও ওমর আলী, মোখলেসুর রহমান, আজিজুল ইসলাম, মোখেলসুর রহমান, শুকুর আলী, আ. খালেক, আবু তাহের, দর্শনা পৌর মৎসজীবিদলের সভাপতি হাজি নজির আমিন, জেলা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, নুর গনি, বাবু,

সেলিম মেহবুব লিটন, শাহীন আলম, আশরাফুল, নাসির উদ্দিন, তোফাজ্জেল হোসেন, যুবদলনেতা রাসেল, সের আলী, সোহেল, রানা, বাবু, রিপন, শান্ত, সেচ্চাসেবকদলনেতা সজিব, ব্যবসায়ী নেতা শরিফুল ইসলাম। সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।

দামুড়হুদায় ভূমি মেলা উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা

দামুড়হুদায় ভূৃমি মেলা উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে ” নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান করি নিজের জমি সুরক্ষিত রাখি “এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি প্রশাসনের আয়োজনে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের সহযোগীতায় এই র্যলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিল্লাল হোসেন, দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন হিমেল রানা, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি মাওলানা মামুনুর রশীদ, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, উপজেলা জামাত ইসলামির সেক্রেটারী জেনারেল আবেদ – ঊদ – দৌলা টিটন, সার্ভেয়ার সুজন মোলা, প্রধান সহকারী সোহেল রানা, কম্পিউটার অপারেটর মশিউর রহমান, সার্টিপিকেট পেশকার আনিসুর রহমান, সায়রাত সহকারী শহিরুল ইসলামসহ উপজেলার সাত ইউনিয়নের সহকারী ভূমি কর্মকর্তাগণ।

দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম

বৈঠক

ঐতিহ্যবাহি দর্শনা মেমনগর বিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০ টার দিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

নবগঠিত এডহক কমিটির সভাপতি, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয়ক কমিটির অন্যতম সদস্য, শিক্ষানুরাগি আলহাজ্ব মশিউর রহমান সভার সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা করেন, সদস্য সচিব, প্রধান শিক্ষক একরামুল হক, শিক্ষক সদস্য আবুল কাশেম মিল্টন, অভিভাবক সদস্য লুৎফর রহমান। কমিটি বৈঠক শেষে সকল শিক্ষকের সাথে মতবিনিয়ম করেন মশিউর রহমান সহ কমিটির সকলে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক সৈয়দা শামিম আরা, আক্তার জাহান, সাবিনা ইয়াসমিন, ফারজানা, আরিফা সুলতানা, শাসুন্নাহার, উম্মে হাবিবা মায়া, দেলোয়ারা আমান উল্লাহ, আব্দুল কাদের, মোস্তাফিজুর রহমান, আশরাফুল আলম, আ. খালেক, হাফিজুর রহমান, হুমায়ুন কবির, রিমন হোসাইন, নজরুল ইসলাম প্রমুখ। পরে প্রতিটি শ্রেনী কক্ষ পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের খোজ খবর নেন।

কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে প্রতি ৩ মাস পর অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক, সাপ্তাহিক ক্লাশ টেস্ট পরিক্ষা গ্রহন, স্কাউটিং, লেখাধূলা, সাহিত্য-সাংস্কৃতি জোরদার করা হবে।

এছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়নে বার্ষিক পরিক্ষায় কোন বিষয়ে অকৃতকার্য ও অনিয়মিত শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে না রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মশিউর রহমানের ব্যাক্তি অর্থায়নে ২০ জন স্কাউটার সহ দরিদ্র এক শিক্ষার্থীকে স্কুল পোশাক দেয়া হবে।

কেরুজ চিনিকলের কৃষি খামারের

জমি লিজ

বাড়তি আয়ের আশায় কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ ৮টি কৃষি খামারের ৫৪৪ একর জমি লিজ দিয়েছেন। একর প্রতি যার গড় মূল্য দাড়িয়েছে ২২ হাজার ৬৪৫ টাকা।

গত বছর যার গড় মূল্য ছিলো ৩৪ হাজার ৯২৭ টাকা। এ বছর একর প্রতি গড় মূল্য কমেছে ১২ হাজার ২৮২ টাকা। এতে মোট টাকার পরিমাণ গত বছরের তুলনায় কম হয়েছে ৪৩ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৫ টাকা। গত বছর যারা কুমড়ার চাষ করে আর্থীক ভাবে চরম লোকশান করেছেন তারা এ বছর কুমড়ার চাষ করতেও সাহস পাচ্ছেনা। এ ঘাটতির দায়-ভার কে বহন করবে ? কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর বাড়তি আয়ের লক্ষে ৫ মাসের জন্য কুমড়া সহ স্বল্প মেয়াদি চাষাবাদের শর্ত সাপেক্ষে জমি লিজ দিয়ে থাকেন। সে লক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে চিনিকলের আওতাধীন ৮টি কৃষি খামারের ৫৪৪ একর জমি লিজ দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

যার মূল্য দাড়িয়েছে ১ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার ৩৫৫ টাকা। যার মধ্যে দেয়া হয়েছে ফুরশেদপুর ৭৫ একর জমি ১৯ লাখ ৬১ হাজার ৫০ টাকা। বেগমপুর ৮৭ একর ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৬৮০ টাকা। আড়িয়া ১৩৩ একর ৩০ লাখ ৯৯ হাজার ৩৮০ টাকা। ঝাঝরি ৭২ একর ১৯ লাখ ৫৮ হাজার ৪৯০ টাকা। হিজলগাড়ী ৪২ একর ১০ লাখ ৫১ হাজার ২৯০ টাকা। ফুলবাড়ি ৫৪ একর ১২ লাখ ৪ হাজার ৩৯০ টাকা। ডিহিকৃষ্ণপুর ৪৮ একর ১১ লাখ ৯২ হাজার ৭৪০ টাকা ও ছয়ঘরিয়া কৃষি খামারের ৩৩ একর জমি ৫ লাখ ৯৬ হাজার ৭৯৫ টাকায় লিজ দেয়া হয়েছে। একর প্রতি যার গড় মূল্য দাড়িয়েছে ২২ হাজার ৬৪৫ টাকা করে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৮টি কৃষি খামারের ৪৭৭ একর জমি কর্তৃপক্ষ লিজ দিয়েছিলো ১ কোটি ৬৬ লাখ ৬৬ হাজার টাকায়। যা ছিলো একর প্রতি যার গড় মূল্য ৩৪ হাজার ৯২৭ টাকা। গত অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর যেমন ৬৭ একর জমি লিজ বেশি দেয়া হয়েছে সে হিসাবে মূল্য পায়নি।

গত বছরের তুলনায় একর প্রতি গড় মূল্য কম হয়েছে ১২ হাজার ২৮২ টাকা। টাকার পরিমানে যার মূল্য দাড়িয়েছে ৪৩ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৫ টাকা কম। চিনিকল সূত্রে জানাগেছে, জমি লিজের প্রথম টেন্ডারে কর্তৃপক্ষ গত বছরের ন্যায় দাম না পাওয়ায় লিজ বাতিল করে দ্বিতীয় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। তাতেও লাভ হয়নি কর্তৃপক্ষের। নিয়ম অনুযায়ি তৃতীয় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়ার কথা থাকলেও তা না করে মূল্য আরও কমে যাওয়ার আশঙ্কায় ৮টি কৃষি খামারের ৫৪৪ একর জমি লিজ দেয়ার

সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক লিজ প্রদানও করা হয়।

লিজ গ্রহীতারা জমি লিজ নিয়ে অনেকেই চাষাবাদ করা শুরু করেছেন। এদিকে একটি সূত্র জানিয়েছে গত বছর যারাই কুমড়ার চাষ করেছেন প্রত্যেকে মোটা অংকের টাকার লোকশান গুনেছেন। কারণ কুমড়ার চাষটি সম্পূর্ণ প্রকৃতির আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে যে তাপমাত্রা বিরাজ করছে তা কুমড়া চাষের একেবারেই অনুকূলে না। জমি লিজ, চাষাবাদ, কুমড়ার বীজের মূল্য, সার, কিটনাশক এবং সেচ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার পরই তার পর ফলন্ত কুমড়া। এরপর রয়েছে বাজার দর। কোন কারণে এদিক সেদিক হলে সর্বনাশ হবে লিজ গ্রহীতাদের। গত বারের মত এবারো পথে বসতে হতেও পারে চাষিদের। তাই ঝুকিপূর্ণ কুমড়ার এ চাষে খুব হিসাব নিকাশ করে করতে হয় চাষিদের। আর ভাগ্য ভালো হলে তো লোকসানের পরিবর্তে লাভের মুখ দেখবে। কুমড়ার চাষটি সম্পূর্ণটায় প্রাকৃতিক নির্ভরশীল। লাভ যেমন আছে লোকশানের ঝুকিও অনেক বেশি। এদিকে লিজের সমুদয় টাকা কর্তৃপক্ষ পেয়েছে কি না তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। তবে টাকা পরিশোধ না পেয়ে চাষাবাদ এবং লোকশান হলে অনাদায়ি টাকা আদায় করা কর্তৃপক্ষের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য হবে বলে সচেতন মহল মনে করছেন।

এ বিষয়ে কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন গতবারের তুলনায় এবার ৪৩ লাখ ৪৬ হাজার ৬৪৫ টাকা নয়, তবে কম হয়েছে ১৫/১৬ লাখ টাকা। যা সময়ের পরিস্থিতির কারণেই লিজ দিতে হয়েছে আমাদের। যেহেতু দিন পেরিয়ে যাচ্ছিলো। বেশী সময় পেরিয়ে গেলো জমি লিজ দেয়াটা সম্ভবকর ছিলোনা।

দামুড়হুদায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা

দামুড়হুদায় আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে প্রস্ততি মূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই প্রস্ততিমূলক সভা

অনুষ্ঠিত হয়!

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, অতিরিক্ত কৃর্ষি কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন্স হিমেল রানা, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা জামাতের আমীর নায়েব আলী, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জেলা যুব দলের সহ-সভাপতি আনিসুজ্জামান বিশ্বাস, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহজালাল বাবুসহ উপজেলার বিভিন্ন ঈদগা কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ।

প্রস্তুতি সভায় বক্তারা এলাকা ভিত্তিক উপজেলা প্রশাসনের দেওয়া নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা করা, একই এলাকায় ছোট ছোট নামাজের জামাত না করে বড় আকারের জামাতের ব্যবস্থা করে নামাজ আদায় করা, সুস্থ ও সবল পশু কোরবানির জন্য নির্বাচন করা।

চামড়া সিন্ডিকেট বন্ধ করে সরকার নির্ধারিত মূল্যে চামড়া ক্রয়ে বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা করা, যথাযথভাবে পশুর চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, কোরবানির পশু হাটে সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা,হাটে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, সীমানান্তে অবৈধ কোরবানি পশুর অনুপ্রেবশে বন্ধে বিজিবি টহল বাড়ানো।

পরিবেশ সম্মতভাবে কোরবানির পশু জবাই করে সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা। ঈদুল আযহা উপলক্ষে পাড়া মহল্লায় পটকা ফোটানো, উচ্চস্বরে গান বাজনা না করা, আঞ্চলিক সড়ক গুলোতে ফিটনেস লাইসেন্সবিহীন যানবাহন ও দ্রুত গতি সম্পন্ন মোটরসাইকেল চালানো থেকে বিরত থাকাসহ আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহার উৎসব চলাকালীন সময় পর্যন্ত সার্বিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার উপর গুরুত্বরোপ করে আলোচনা করা হয়।

দর্শনায় কনস্টেবলের মৃত্যুর ঘটনায় ৭ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ইমিগ্রেশন ভবন থেকে পুলিশ কনস্টেবল শামিম রেজা সাজুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধারের এক মাস পর সাত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

নিহত কনস্টেবলের বাবা হাসেম আলী ফরাজী মঙ্গলবার (২০ মে) দর্শনা আমলি আদালতে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলাটি গ্রহণ করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. তৌহিদুল ইসলাম তদন্তের দায়িত্ব পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে দিয়েছেন। মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুল হাসান লাভলু জানান, আদালত অভিযোগ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

জানা গেছে, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা শামিম রেজা সাজু চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টের ইমিগ্রেশন বিভাগে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত ১৮ এপ্রিল সকালে চেকপোস্টের নতুন ভবনের দোতলার একটি কক্ষ থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সে সময় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

তবে এক মাসের বেশি সময় পর নিহতের বাবা আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় অভিযুক্তরা হলেন—সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) তারেক মাহমুদ, লাভলুর রহমান, মিঠুন হোসেন, সহিদুল ইসলাম, কনস্টেবল মেহেদী হাসান, ইমিগ্রেশন বিভাগের ইনচার্জ সহকারী উপ-পরিদর্শক (এসআই) রমজান আলী ও কনস্টেবল সোহেল রানা।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, শামিম রেজা বিবাহিত এবং তাঁর পাঁচ বছর বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। স্ত্রী ও সন্তান পিত্রালয়ে থাকলেও শামিম দর্শনার নতুন ভবনে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর পারিবারিক জীবনে কোনো অশান্তি ছিল না।

বাদীর দাবি, দর্শনা ইমিগ্রেশনে যোগদানের পর থেকেই শামিম রেজা

সহকর্মীদের বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। নানা অজুহাতে আসামিরা তাঁকে হেনস্তা করতেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন। প্রতিবাদ করায় শামিমকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হতো বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ১ থেকে ৫ নম্বর আসামি শামিমকে খুনের হুমকি দিলে তিনি তাঁর সহকর্মী ও একই গ্রামের বাসিন্দা কনস্টেবল সোহেল রানাকে (৭ নম্বর আসামি) হোয়াটসঅ্যাপে বিষয়টি জানান। কিন্তু সোহেল রানা তা পরিবারের কাউকে না জানিয়ে উল্টো অভিযুক্তদের বিষয়টি জানিয়ে দেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আসামিরা যৌথভাবে শামিমকে হত্যা করে মরদেহ ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজান বলে অভিযোগে দাবি করা হয়েছে।